

তুলনামূলক বিবরণী

মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের আন্তঃমন্ত্রণালয় সভায় প্রেরিত প্রস্তাবিত আইন	মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ এর আন্তঃমন্ত্রণালয় কমিটি হতে প্রাপ্ত মতামত	প্রাপ্ত মতামতের পরিপ্রেক্ষিতে সংশোধনী প্রস্তাব	মন্তব্য
অত্যাৱশ্যকীয় পণ্য আইন, ২০২৫	প্রস্তাবিত খসড়া আইনের 'Long Title' অর্থাৎ আইনটি যে উদ্দেশ্যে প্রণয়ন করা হচ্ছে সে সম্পর্কে বক্তব্য সন্নিবেশ করা যেতে পারে।	অত্যাৱশ্যকীয় পণ্যের উৎপাদন, আমদানি, সুলভ মূল্যে সহজলভ্যতা, সুষম বণ্টন, এবং ন্যায্য ব্যবসা-বাণিজ্য সুরক্ষাকল্পে প্রণীত আইন	'Long Title' অর্থাৎ আইনটি যে উদ্দেশ্যে প্রণয়ন করা হচ্ছে সে সম্পর্কে বক্তব্য সন্নিবেশ করা হয়েছে এবং 'কিছু' শব্দটি বাদ দিয়ে পুনর্লিখন করা হয়েছে।
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার বাণিজ্য মন্ত্রণালয় (২০২৫ সালের ----- নং আইন)			
অত্যাৱশ্যকীয় কিছু পণ্যের উৎপাদন, সরবরাহ ও বণ্টন এবং উহাদের ব্যবসা ও বাণিজ্য নিয়ন্ত্রণ করা জনস্বার্থে সমীচীন ও প্রয়োজনীয় বিধায় এতদ্বারা নিম্নরূপ আইন প্রণয়ন করা হইল:	খসড়া আইনের প্রস্তাবনায় আইনে উল্লিখিত বিষয়সমূহের সুস্পষ্ট প্রতিফলন রেখে প্রস্তাবনা পুনর্লিখন করা যেতে পারে।	অত্যাৱশ্যকীয় পণ্যের উৎপাদন, আমদানি, সুলভ মূল্যে সহজলভ্যতা, সুষম বণ্টন, এবং ন্যায্য ব্যবসা-বাণিজ্য সুরক্ষাকল্পে প্রণীত আইন জনস্বার্থে সমীচীন ও প্রয়োজনীয়; সেহেতু এতদ্বারা নিম্নরূপ আইন করা হইল:—	প্রস্তাবনা পুনর্লিখন করা হয়েছে
১। সংক্ষিপ্ত শিরোনাম ও প্রবর্তন- (১) এই আইন অত্যাৱশ্যকীয় পণ্য আইন, ২০২৫ নামে অভিহিত হইবে। (২) এই আইন অবিলম্বে কার্যকর হইবে।		১। সংক্ষিপ্ত শিরোনাম- (১) এই আইন অত্যাৱশ্যকীয় পণ্য আইন, ২০২৬ নামে অভিহিত হইবে।	
২। সংজ্ঞার্থ- বিষয় বা প্রসঙ্গের পরিপন্থি কিছু না থাকিলে, এই আইনে- 'অত্যাৱশ্যকীয় পণ্য' বলিতে এই আইনের তপশিল-১ এ বর্ণিত পণ্যসমূহ বা পণ্যসমূহের মধ্যে যেকোনো একটিকে বুঝাইবে; 'ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা' অর্থ এই আইনের ৫ ধারা অনুযায়ী সরকার হইতে ক্ষমতাপ্রাপ্ত অধস্তন কোন কর্তৃপক্ষ বা কর্মচারী; 'প্রজ্ঞাপিত আদেশ' বলিতে এই আইনের অধীন প্রণীত ও সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপিত আদেশকে বুঝাইবে; এবং 'ব্যক্তি' অর্থ কোনো ব্যক্তি, ব্যক্তিমালিকানাধীন প্রতিষ্ঠান, কোম্পানি, অংশীদারি ফার্ম, সমিতি, সংবিধিবদ্ধ বা অন্য কোনো সংস্থা বা উহাদের প্রতিনিধিও ইহার অন্তর্ভুক্ত হইবে।		'ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা' অর্থ এই আইনের ৫ ধারা অনুযায়ী সরকার হইতে ক্ষমতাপ্রাপ্ত অধস্তন কোন কর্তৃপক্ষ বা কর্মচারী;	
৩। অত্যাৱশ্যকীয় পণ্য হিসাবে অন্তর্ভুক্তি -(১) সরকার, জনস্বার্থে প্রয়োজন হইলে, কারণ উল্লেখপূর্বক সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন	ধারা ৩ এর শিরোনাম 'অত্যাৱশ্যকীয় পণ্য হিসাবে অন্তর্ভুক্তি এবং বিযোজন'	৩। অত্যাৱশ্যকীয় পণ্য হিসাবে অন্তর্ভুক্তি এবং বিযোজন।- (১) সরকার, জনস্বার্থে প্রয়োজন হইলে, কারণ উল্লেখপূর্বক সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, তপশিল-১-এ প্রয়োজনীয়	

মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের আন্তঃমন্ত্রণালয় সভায় প্রেরিত প্রস্তাবিত আইন	মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ এর আন্তঃমন্ত্রণালয় কমিটি হতে প্রাপ্ত মতামত	প্রাপ্ত মতামতের পরিপ্রেক্ষিতে সংশোধনী প্রস্তাব	মন্তব্য
দ্বারা, তপশিল-১-এ প্রযোজনীয় সংশোধনী আনয়ন করিয়া— (ক) কোনো পণ্য অত্যাৱশ্যকীয় পণ্য হিসাবে অন্তর্ভুক্ত করিতে পারিবে; এবং (খ) কোনো পণ্য অত্যাৱশ্যকীয় পণ্যের তালিকা হইতে বাদ দিতে পারিবে। (২) সরকার, প্রযোজনে, অত্যাৱশ্যকীয় পণ্যের তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করা পণ্যটি কত সময় অত্যাৱশ্যকীয় পণ্য হিসাবে বিবেচিত হইবে, তাহা গেজেট প্রজ্ঞাপনে উল্লেখ করিতে পারিবে।	হতে পারে।	সংশোধনী আনয়ন করিয়া— (ক) কোনো পণ্য অত্যাৱশ্যকীয় পণ্য হিসাবে অন্তর্ভুক্ত করিতে পারিবে; এবং (খ) কোনো পণ্য অত্যাৱশ্যকীয় পণ্যের তালিকা হইতে বাদ দিতে পারিবে। (২) সরকার, প্রযোজনে, অত্যাৱশ্যকীয় পণ্যের তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করা পণ্যটি কত সময় অত্যাৱশ্যকীয় পণ্য হিসাবে বিবেচিত হইবে, তাহা গেজেট প্রজ্ঞাপনে উল্লেখ করিতে পারিবে।	
৪। অত্যাৱশ্যকীয় পণ্যের উৎপাদন, সরবরাহ, বন্টন ইত্যাদি নিয়ন্ত্রণ করিবার ক্ষমতা—(১) সরকার, প্রযোজন বা সমীচীন বলিয়া মনে করিলে, যে-কোনো অত্যাৱশ্যকীয় পণ্যের সরবরাহ স্বাভাবিক রাখিবার বা বৃদ্ধি করিবার জন্য বা ন্যায্যমূল্যে ইহার বিক্রয় এবং প্রাপ্যতা নিশ্চিত করিবার জন্য, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপিত আদেশের মাধ্যমে ইহার উৎপাদন, প্রক্রিয়াকরণ, সংরক্ষণ, পরিবহণ, সরবরাহ, বিক্রয়, নিষ্পত্তি, অধিগ্রহণ, ব্যবহার বা ভোগ নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা করিতে এবং ইহার ব্যবসায়-বাণিজ্য সীমিত করিতে পারিবে। (২) উপধারা ১ দ্বারা অর্পিত ক্ষমতার সামগ্রিকতাকে ক্ষুণ্ণ না করিয়া, উহার অধীনে প্রদত্ত আদেশ দ্বারা সরকার— (ক) লাইসেন্স, পারমিট বা অন্য কোনোভাবে কোনো অত্যাৱশ্যকীয় পণ্যের উৎপাদন বা প্রস্তুতকরণ, মজুত, পরিবহণ, বিক্রয়, নিষ্পত্তি, অধিগ্রহণ, ব্যবহার বা ভোগ নিয়ন্ত্রণ করিতে পারিবে; (খ) বিক্রয়ের জন্য রাখা কোনো অত্যাৱশ্যকীয় পণ্যের বিক্রয় স্থগিত রাখা নিষিদ্ধ করিতে পারিবে; (গ) কোনো অত্যাৱশ্যকীয় পণ্যের ক্রয় বা বিক্রয় মূল্য নির্ধারণ করিতে পারিবে; (ঘ) কোনো অত্যাৱশ্যকীয় পণ্যের মজুতদার যে-কোনো ব্যক্তিকে তাহার মজুতকৃত পণ্যের সম্পূর্ণ বা অংশবিশেষ আদেশে উল্লিখিত মূল্যে বিশেষ ব্যক্তিবর্গের বা বিশেষ শ্রেণির ব্যক্তিবর্গের নিকট বা বিশেষ পরিস্থিতিতে বিক্রি করিবার নির্দেশ প্রদান	ধারা ৪ এ বর্ণিত বিধানসমূহের মধ্যে উল্লেখযোগ্য বিষয়গুলো শিরোনামসহ ভিন্ন ভিন্ন ধারা হিসেবে সংযোজন করা যেতে পারে।	৪। অত্যাৱশ্যকীয় পণ্যের উৎপাদন, সরবরাহ, বন্টন, আমদানি ইত্যাদি করিবার ক্ষমতা— (১) সরকার, প্রযোজন বা সমীচীন বলিয়া মনে করিলে, যে-কোনো অত্যাৱশ্যকীয় পণ্যের সরবরাহ স্বাভাবিক রাখিবার বা বৃদ্ধি করিবার জন্য বা ন্যায্যমূল্যে ইহার বিক্রয় এবং প্রাপ্যতা নিশ্চিত করিবার জন্য, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপিত আদেশের মাধ্যমে ইহার উৎপাদন, প্রক্রিয়াকরণ, সংরক্ষণ, পরিবহণ, সরবরাহ, বিক্রয়, নিষ্পত্তি, অধিগ্রহণ, ব্যবহার বা ভোগ নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা করিতে এবং ইহার ব্যবসায়-বাণিজ্য সীমিত করিতে পারিবে। (২) উপধারা ১ দ্বারা অর্পিত ক্ষমতার সামগ্রিকতাকে ক্ষুণ্ণ না করিয়া, উহার অধীনে প্রদত্ত আদেশ দ্বারা সরকার লাইসেন্স, পারমিট বা অন্য কোনোভাবে কোনো অত্যাৱশ্যকীয় পণ্যের উৎপাদন বা প্রস্তুতকরণ, মজুত, পরিবহণ, বিক্রয়, নিষ্পত্তি, অধিগ্রহণ, ব্যবহার বা ভোগ নিয়ন্ত্রণ করিতে পারিবে; ৫। অত্যাৱশ্যকীয় পণ্যের বিক্রয় স্থগিত, নিষিদ্ধ করিবার ক্ষমতা— সরকার, প্রযোজন বা সমীচীন বলিয়া মনে করিলে, বিক্রয়ের জন্য রাখা যে কোনো অত্যাৱশ্যকীয় পণ্যের বিক্রয় স্থগিত রাখিতে বা নিষিদ্ধ করিতে পারিবে। ৬। অত্যাৱশ্যকীয় পণ্যের ক্রয় ও বিক্রয়মূল্য নির্ধারণ করিবার ক্ষমতা—	ধারা ৪-এ বর্ণিত বিধানসমূহের মধ্যে উল্লেখযোগ্য বিষয়গুলো শিরোনামসহ ভিন্ন ভিন্ন ধারা হিসেবে সংযোজন করা হয়েছে। ধারা ৪ এর শিরোনাম থেকে ‘বন্টন ও নিয়ন্ত্রণ’ শব্দদ্বয় বাদ দিয়ে আমদানি শব্দটি সংযোজন করা হয়েছে। ধারা ‘৬’ এ কমা (,) এর পরিবর্তে ‘ও’ সংযোজন করা হয়েছে। পূর্বের ৩ উপধারার বিষয়টি ধারা ১২ তে বর্ণিত হয়েছে বিধায় বাদ দেয়া হয়েছে।

মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের আন্তঃমন্ত্রণালয় সভায় প্রেরিত প্রস্তাবিত আইন	মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ এর আন্তঃমন্ত্রণালয় কমিটি হতে প্রাপ্ত মতামত	প্রাপ্ত মতামতের পরিপ্রেক্ষিতে সংশোধনী প্রস্তাব	মন্তব্য
করিতে পারিবে; (ঙ) কোনো অত্যাৱশ্যকীয় পণ্যের উৎপাদন, সরবরাহ বা বণ্টন, ব্যবসায় বা বাণিজ্যে নিযোজিত ব্যক্তিবর্গকে ব্যবসায়ের সহিত সম্পর্কিত সকল বহি, হিসাব ও রেকর্ডপত্র সংরক্ষণ ও পরিদর্শনের জন্য সেইগুলি প্রদান করিবার এবং এতৎসংক্রান্ত অন্যান্য তথ্য সরবরাহ করিবার নির্দেশ প্রদান করিতে পারিবে; (চ) কোনো ঘটনা ও অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে, ইহার মধ্যে বিশেষভাবে কোনো স্থান, যানবাহন, জাহাজ এবং আকাশযানে প্রবেশ ও তল্লাশি, যদি অনুরূপ তল্লাশিতে অনুমোদিত ব্যক্তির এই মর্মে বিশ্বাস করিবার কারণ থাকে যে, কোনো আদেশ লঙ্ঘিত হইয়াছে বা হইতেছে বা লঙ্ঘন অত্যাৱসন্ন, সেইক্ষেত্রে তল্লাশিতে আটক দ্রব্যসামগ্রী অথবা তৎসম্পর্কিত রেকর্ডপত্র, লাইসেন্স মঞ্জুর বা ইস্যু, পারমিট বা অন্যান্য দলিলপত্রের জন্য প্রদেয় ফি এবং পরিসংখ্যানের নিমিত্ত তথ্য সংগ্রহের জন্য উপরিউক্ত বিষয়সূহের যে-কোনোটি নিয়ন্ত্রণ বা নিষিদ্ধ করিবার আদেশ প্রদান করিতে পারিবে। (৩) উপধারা (১)-এর অধীনে প্রণীত আদেশ দ্বারা সরকার, কোনো সরকারি কর্মচারী বা সরকারি কর্তৃপক্ষের নিকট ক্ষমতা অর্পণ বা দায়িত্ব প্রদান করিতে পারিবে। (৪) কোনো অত্যাৱশ্যকীয় পণ্যের উৎপাদন ও সরবরাহ সূষ্ঠাভাবে বজায় রাখিতে বা বৃদ্ধি করিতে সরকার প্রয়োজন মনে করিলে, আদেশবলে পণ্যটির উৎপাদন ও সরবরাহরত প্রতিষ্ঠানের পূর্ণ বা আংশিক নিয়ন্ত্রণ আদেশে উল্লিখিত কোনো ব্যক্তিকে (অতঃপর অনুমোদিত নিয়ন্ত্রক বলিয়া পরিচিত হইবেন) পরিচালনার ভার অর্পণ করিতে পারিবেন; এবং এই উপধারা মতে যতক্ষণ পর্যন্ত উক্তরূপ পূর্ণ বা আংশিক নিয়ন্ত্রণভার বহাল থাকিবে— (ক) অনুমোদিত নিয়ন্ত্রক সরকার কর্তৃক প্রদত্ত নির্দেশানুসারে, নিজ কার্য সম্পাদন করিবেন, তবে আদেশে সুনির্দিষ্টভাবে, যাহা বলা হইয়াছে তাহার বাহিরে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের কার্যাবলি নিরূপণকারী কোনো আইন বা অন্য কোনো বিষয়ে বর্ণিত ব্যবস্থার সহিত সামঞ্জস্যহীন কোনো আদেশ দেওয়ার কোনো ক্ষমতা থাকিবে না; এবং (খ) আদেশে বর্ণিত নির্দেশাবলি অনুসারে অনুমোদিত		সরকার জনস্বার্থে প্রয়োজন মনে করিলে তপশিলে বর্ণিত যে কোনো অত্যাৱশ্যকীয় পণ্যের ক্রয় ও বিক্রয়মূল্য নির্ধারণ করিয়া দিতে পারিবে। ৭। মজুতকৃত পণ্য বিক্রির নির্দেশদানের ক্ষমতা— সরকার বা ক্ষমতাপ্রাপ্ত ব্যক্তি, কোনো অত্যাৱশ্যকীয় পণ্যের মজুতদার যে-কোনো ব্যক্তিকে তাহার মজুতকৃত পণ্যের সম্পূর্ণ বা অংশবিশেষ আদেশে উল্লিখিত মূল্যে বিশেষ ব্যক্তিবর্গের বা বিশেষ শ্রেণির ব্যক্তিবর্গের নিকট বা বিশেষ পরিস্থিতিতে বিক্রি করিবার নির্দেশ প্রদান করিতে পারিবে। ৮। ব্যবসায়িক রেকর্ড ইত্যাদি সংরক্ষণ ও প্রদর্শনের নির্দেশ প্রদানের ক্ষমতা— সরকার বা ক্ষমতাপ্রাপ্ত ব্যক্তি, কোনো অত্যাৱশ্যকীয় পণ্যের উৎপাদন, সরবরাহ বা বণ্টন, ব্যবসায় বা বাণিজ্যে নিযোজিত ব্যক্তিবর্গকে ব্যবসায়ের সহিত সম্পর্কিত সকল বহি, হিসাব ও রেকর্ডপত্র সংরক্ষণ ও পরিদর্শনের জন্য সেইগুলি প্রদান করিবার এবং এতৎসংক্রান্ত অন্যান্য তথ্য সরবরাহ করিবার নির্দেশ প্রদান করিতে পারিবে। ৯। তল্লাশি করিবার এবং এ সংক্রান্ত প্রয়োজনীয় নির্দেশ প্রদানের ক্ষমতা— (১) কোনো ঘটনা ও অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে, সরকার বা ক্ষমতাপ্রাপ্ত ব্যক্তির এই মর্মে বিশ্বাস করিবার কারণ থাকে যে, কোনো আদেশ লঙ্ঘিত হইয়াছে বা হইতেছে বা লঙ্ঘন অত্যাৱসন্ন তাহা হইলে সরকার বা ক্ষমতাপ্রাপ্ত ব্যক্তি উক্ত আদেশ লঙ্ঘনের সহিত সম্পর্কিত বিশেষ কোনো স্থান বা যানবাহন বা জাহাজ বা আকাশযানে প্রবেশ ও তল্লাশি করিতে পারিবে। (২) সরকার উপধারা (১) এ সম্পাদিত তল্লাশিতে আটক দ্রব্যসামগ্রী অথবা তৎসম্পর্কিত রেকর্ডপত্র, লাইসেন্স মঞ্জুর বা ইস্যু, পারমিট বা অন্যান্য দলিলপত্রের জন্য প্রদেয় ফি এবং পরিসংখ্যানের নিমিত্ত তথ্য সংগ্রহের জন্য উপরিউক্ত বিষয়সূহের যে-কোনোটি নিয়ন্ত্রণ, নিষিদ্ধ বা বাতিল করিবার নির্দেশ প্রদান করিতে পারিবে।	

মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের আন্তঃমন্ত্রণালয় সভায় প্রেরিত প্রস্তাবিত আইন	মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ এর আন্তঃমন্ত্রণালয় কমিটি হতে প্রাপ্ত মতামত	প্রাপ্ত মতামতের পরিপ্রেক্ষিতে সংশোধনী প্রস্তাব	মন্তব্য
নিয়ন্ত্রক কর্তৃক প্রতিষ্ঠানটি বা অংশবিশেষ পরিচালিত হইবে; এবং প্রতিষ্ঠানটি বা তাহার অংশবিশেষের ব্যবস্থাপনাসম্পর্কিত যে-কোনো কার্যরত ব্যক্তির প্রতি অনুরূপভাবে প্রদত্ত নির্দেশ অবশ্যপালনীয় হইবে।		১০। বিশেষ পরিস্থিতিতে অত্যাৱশ্যকীয় পণ্যের উৎপাদন ও সরবরাহরত প্রতিষ্ঠান পরিচালনার ভার অর্পণ করিবার ক্ষমতা— কোনো অত্যাৱশ্যকীয় পণ্যের উৎপাদন ও সরবরাহ সুষ্ঠুভাবে বজায় রাখিতে বা বৃদ্ধি করিতে সরকার প্রয়োজন মনে করিলে, কোনো ব্যক্তিকে (অতঃপর উক্ত ব্যক্তি অনুমোদিত নিয়ন্ত্রক বলিয়া পরিচিত হইবেন) আদেশবলে পণ্যটির উৎপাদন ও সরবরাহরত প্রতিষ্ঠানের পূর্ণ বা আংশিক পরিচালনার ভার অর্পণ করিতে পারিবে; এবং এই ধারা মতে যতক্ষণ পর্যন্ত উক্তরূপ পূর্ণ বা আংশিক নিয়ন্ত্রণভার বহাল থাকিবে— (১) অনুমোদিত নিয়ন্ত্রক সরকার কর্তৃক প্রদত্ত নির্দেশানুসারে, নিজ কার্য সম্পাদন করিবেন, তবে আদেশে সুনির্দিষ্টভাবে যাহা বলা হইয়াছে, তাহার বাহিরে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের কার্যাবলি নিরূপণকারী কোনো আইন বা অন্য কোনো বিষয়ে বর্ণিত ব্যবস্থার সহিত সামঞ্জস্যহীন কোনো আদেশ দেওয়ার কোনো ক্ষমতা থাকিবে না; এবং (২) আদেশে বর্ণিত নির্দেশাবলি অনুসারে অনুমোদিত নিয়ন্ত্রক কর্তৃক প্রতিষ্ঠানটি বা অংশবিশেষ পরিচালিত হইবে; এবং প্রতিষ্ঠানটি বা তাহার অংশবিশেষের ব্যবস্থাপনা সম্পর্কিত যে-কোনো কার্যরত ব্যক্তির প্রতি অনুরূপভাবে প্রদত্ত নির্দেশ অবশ্যপালনীয় হইবে।	
৫। অত্যাৱশ্যকীয় পণ্যের আমদানি ও রপ্তানি নিয়ন্ত্রণ—(১) সরকার, জনস্বার্থে প্রয়োজন হইলে, যে-কোনো অত্যাৱশ্যকীয় পণ্যের আমদানি ও রপ্তানি উন্মুক্ত বা নিষিদ্ধ করিতে পারিবে। (২) অত্যাৱশ্যকীয় কৃষিপণ্যের উৎপাদন মৌসুম ও স্থানীয় উৎপাদের সরবরাহ হ্রাস-বৃদ্ধি বিবেচনাপূর্বক ভোক্তাসাধারণের চাহিদা অনুযায়ী পর্যাপ্ত সরবরাহ নিশ্চিত করিবার জন্য, সরকার প্রয়োজনে, ঐসকল কৃষিপণ্যের আমদানি এবং রপ্তানি ক্ষেত্রে মৌসুমি শুল্ক কাঠামো প্রবর্তন করিতে পারিবে।	ধারা ৫ এর (২) উপধারার বিধানে 'মৌসুমি শুল্ক কাঠামো প্রবর্তন' বিষয়টি Allocation of Business Among the Different Ministries and Divisions অনুযায়ী আরও পর্যালোচনা করা যেতে পারে।	১১। অত্যাৱশ্যকীয় পণ্যের আমদানি ও রপ্তানি নিয়ন্ত্রণ—(১) সরকার, জনস্বার্থে প্রয়োজন হইলে, যে-কোনো অত্যাৱশ্যকীয় পণ্যের আমদানি ও রপ্তানি উন্মুক্ত বা সীমিত বা নিষিদ্ধ করিতে পারিবে।	“বা সীমিত” শব্দদ্বয় সংযোজন করা হইবে। আন্তঃমন্ত্রণালয় সভায় এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা যেতে পারে।
(৩) (ক) যেসকল অত্যাৱশ্যকীয় খাদ্যপণ্যের চাহিদার সম্পূর্ণ বা উল্লেখযোগ্য অংশ বিদেশ হইতে আমদানির মাধ্যমে মিটাইতে হয় সেইসকল পণ্যের আমদানি শুল্ক সরকার যৌক্তিক পর্যায়ে			

মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের আন্তঃমন্ত্রণালয় সভায় প্রেরিত প্রস্তাবিত আইন	মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ এর আন্তঃমন্ত্রণালয় কমিটি হতে প্রাপ্ত মতামত	প্রাপ্ত মতামতের পরিপ্রেক্ষিতে সংশোধনী প্রস্তাব	মন্তব্য
রাখিবে; এবং (খ) যেসকল অত্যাবশ্যকীয় খাদ্যপণ্য উৎপাদনে ব্যবহৃত কীচামালের সম্পূর্ণ বা উল্লেখযোগ্য অংশ বিদেশ হইতে আমদানি করিতে হয় সেইসকল কীচামালের আমদানি শুল্ক সরকার যৌক্তিক পর্যায়ে রাখিবে।			
(৪) সরকার, অত্যাবশ্যকীয় খাদ্যপণ্য সুলভে নিম্নআয়ের জনগণের মধ্যে বিক্রয়ের লক্ষ্যে, ট্রেডিং কর্পোরেশন অব বাংলাদেশ ও অন্য যে-কোনো সরকারি দপ্তর বা সংস্থাকে দেশি ও বিদেশি উৎস হইতে সরাসরি পণ্য ক্রয়ের ক্ষমতা অর্পণ করিতে পারিবে।	ধারা ৫ এর (৪) উপধারায় 'ট্রেডিং কর্পোরেশন অব বাংলাদেশ' শব্দগুলো বাদ দেয়া যেতে পারে।	(৪) সরকার, অত্যাবশ্যকীয় খাদ্যপণ্য সুলভে নিম্নআয়ের জনগণের মধ্যে বিক্রয়ের লক্ষ্যে ~~ট্রেডিং কর্পোরেশন অব বাংলাদেশ ও অন্য~~ যে-কোনো সরকারি দপ্তর বা সংস্থাকে দেশি ও বিদেশি উৎস হইতে সরাসরি পণ্য ক্রয়ের ক্ষমতা অর্পণ করিতে পারিবে।	“ট্রেডিং কর্পোরেশন অব বাংলাদেশ ও অন্য” শব্দসমূহ বাদ দেওয়া হয়েছে।
৬। ক্ষমতা অর্পণ- সরকার, প্রয়োজনে, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপিত আদেশ দ্বারা, সরকারি কোনো অধস্তন কর্তৃপক্ষ বা কর্মচারীর উপর এই আইনের অধীন যে-কোনো আদেশ প্রদানের ক্ষমতা আরোপ করিতে পারিবে; এইরূপ অর্পিত ক্ষমতা প্রজ্ঞাপিত আদেশে উল্লিখিত ক্ষেত্রে ও শর্তসাপেক্ষে প্রয়োগযোগ্য হইবে।		১২। ক্ষমতা অর্পণ- সরকার, প্রয়োজনে, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপিত আদেশ দ্বারা, সরকারি কোনো অধস্তন কর্তৃপক্ষ বা কর্মচারীর উপর এই আইনের অধীন যে-কোনো আদেশ প্রদানের ক্ষমতা আরোপ করিতে পারিবে; এইরূপ অর্পিত ক্ষমতা প্রজ্ঞাপিত আদেশে উল্লিখিত ক্ষেত্রে ও শর্তসাপেক্ষে প্রয়োগযোগ্য হইবে।	ধারা ‘৬’ এ কমা (,) এর পরিবর্তে ‘ও’ সংযোজন করতে হবে; ধারা নম্বর পরিবর্তন হয়েছে।
৭। অন্যান্য আইনের সাথে অসামঞ্জস্যপূর্ণ আদেশের প্রভাব — এই আইনের অধীন প্রদত্ত কোনো আদেশ অন্য কোনো আইনের কোনো বিধানের সহিত অসামঞ্জস্যপূর্ণ হইলেও উক্ত আদেশ কার্যকর হইবে।	খসড়া আইনের ধারা ৭ এর বিধানটি বিদ্যমান অন্য আইনের আদলে পুনর্লিখন করা যেতে পারে।	১৩। আইনের প্রাধান্য- আপাতত বলবৎ অন্য কোনো আইনে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, এই আইনের বিধানাবলি প্রাধান্য পাইবে।	সর্বজনীন পেনশন ব্যবস্থাপনা আইন, ২০২৩ এর ৩ ধারা অনুসরণে ধারাটি সংশোধন করা হয়েছে।
৮। অপরাধ ও দণ্ড— (১) যদি কোনো ব্যক্তি ৪ ধারার অধীন প্রদত্ত কোনো আদেশ লঙ্ঘন বা অমান্য করিয়া থাকেন, তবে তিনি ৩ (তিন) বৎসর পর্যন্ত মেয়াদের কারাদণ্ড বা ১০ (দশ) লক্ষ টাকা পর্যন্ত অর্থদণ্ড বা উভয় দণ্ডে দণ্ডনীয় হইবেন; এবং সংশ্লিষ্ট আদালত যদি সন্তুষ্ট হন, যে সম্পত্তির বিষয়ে উক্তরূপ আদেশ লঙ্ঘন করা হইয়াছে, তাহা সরকারের অনুকূলে বাজেয়াপ্ত করা সমীচীন, তবে তাহা বাজেয়াপ্ত করিতে পারিবেন :তবে শর্ত থাকে যে, খাদ্যদ্রব্য-সম্পর্কিত কোনো আদেশ লঙ্ঘিত হইলে আদালত যদি মনে করেন যে, উক্তরূপ নির্দেশ দেওয়া উচিত হইবে না, তবে লিখিতভাবে কারণ লিপিবদ্ধ করিয়া সংশ্লিষ্ট সম্পত্তির সম্পূর্ণ বা	আইনে বর্ণিত সুনির্দিষ্ট অপরাধের জন্য অপরাধের মাত্রা বিবেচনায় দণ্ডসমূহ আরও পর্যালোচনা করে পুনঃনির্ধারণ করা যেতে পারে।	১৪। অপরাধ ও দণ্ড— (১) যদি কোনো ব্যক্তি ৪,৫,৬,৭,৮,১০,১১ ধারার অধীন প্রদত্ত কোনো আদেশ লঙ্ঘন বা অমান্য করিয়া থাকেন, তবে তিনি ২ (দুই) বৎসর পর্যন্ত মেয়াদের কারাদণ্ড বা ১০ (দশ) লক্ষ টাকা পর্যন্ত অর্থদণ্ড বা উভয় দণ্ডে দণ্ডনীয় হইবেন; এবং সংশ্লিষ্ট আদালত যদি সন্তুষ্ট হন, যে সম্পত্তির বিষয়ে উক্তরূপ আদেশ লঙ্ঘন করা হইয়াছে, তাহা সরকারের অনুকূলে বাজেয়াপ্ত করা সমীচীন, তবে তাহা বাজেয়াপ্ত করিতে পারিবেন :তবে শর্ত থাকে যে, খাদ্যদ্রব্য-সম্পর্কিত কোনো আদেশ লঙ্ঘিত হইলে আদালত যদি মনে করেন যে, উক্তরূপ নির্দেশ দেওয়া উচিত হইবে	আইনে বর্ণিত সুনির্দিষ্ট অপরাধের জন্য অপরাধের মাত্রা বিবেচনায় দণ্ডসমূহ আরও পর্যালোচনা করে পুনঃনির্ধারণ করা হয়েছে। সহজ করে পুনর্লিখন করা হয়েছে। ৪ ধারার (৪) উপধারা সংশোধিত হয়ে ১০ ধারা হিসেবে প্রতিস্থাপিত হয়েছে এবং এই ধারার লঙ্ঘনের শাস্তি ১৪ ধারায় বর্ণিত হয়েছে। ১৬ ধারায় বর্ণিত বিষয়টি ধারা ১৪ এর উপধারা (৩) এর অধীনে অন্তর্ভুক্ত হবে;

মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের আন্তঃমন্ত্রণালয় সভায় প্রেরিত প্রস্তাবিত আইন	মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ এর আন্তঃমন্ত্রণালয় কমিটি হতে প্রাপ্ত মতামত	প্রাপ্ত মতামতের পরিপ্রেক্ষিতে সংশোধনী প্রস্তাব	মন্তব্য
অংশবিশেষের জন্য উক্তরূপ নির্দেশ দিতে পারিবেন। (২) ধারা ৪-এর অধীনে প্রদত্ত আদেশ লঙ্ঘনকৃত সম্পত্তি বহনকালে, যদি পরিবহনের কাজটি আদেশ লঙ্ঘন সম্পর্কিত লেনদেনের অংশবিশেষ হয় এবং বিষয়টি তাহার জানা থাকে অথবা আদেশ লঙ্ঘিত হইয়াছে বলিয়া তাহার বিশ্বাস করিবার কারণ থাকে, তাহা হইলে উক্ত ব্যক্তি আদেশ লঙ্ঘন করিয়াছেন বলিয়া বিবেচিত হইবে; এবং উক্ত ব্যক্তি ১ উপধারা অনুসারে শাস্তিযোগ্য হওয়া ব্যতিরেকেও উক্ত সম্পত্তি বাজেয়াপ্তির আদেশের সহিত পরিবহণরত জলযান, যানবাহন বা পশু সরকারের অনুকূলে বাজেয়াপ্ত হইবে। (৩) কোনো ব্যক্তি যীহাকে ৪ ধারার (৪) উপধারা অনুযায়ী নির্দেশ প্রদান করা হইয়াছে, তিনি যদি তাহা প্রতিপালনে ব্যর্থ হন, তবে তিনি ৩ (তিন) বৎসর পর্যন্ত মেয়াদের কারাদন্ড বা ৩ (তিন) লক্ষ টাকা পর্যন্ত অর্থদন্ডে বা উভয় দন্ডে দন্ডনীয় হইবেন।		না, তবে লিখিতভাবে কারণ লিপিবদ্ধ করিয়া সংশ্লিষ্ট সম্পত্তির সম্পূর্ণ বা অংশবিশেষের জন্য উক্তরূপ নির্দেশ দিতে পারিবেন। (২) যদি কোনো ব্যক্তি ৯ ধারার নির্দেশনা প্রতিপালনে ব্যর্থ হন, তবে তিনি ১(এক) বৎসর পর্যন্ত মেয়াদের কারাদন্ড বা ৩ (তিন) লক্ষ টাকা পর্যন্ত অর্থদন্ডে বা উভয় দন্ডে দন্ডনীয় হইবেন। (৩) যদি ৪-১১ ধারার অধীন প্রদত্ত কোনো আদেশ লঙ্ঘনকারী ব্যক্তি কোনো কোম্পানি বা অন্য কোনো আইন দ্বারা সৃষ্ট সংস্থা হয়, তবে তাহার প্রত্যেক পরিচালক, ব্যবস্থাপক, সচিব বা অন্য কোনো কর্মকর্তা বা এজেন্ট উক্তরূপ লঙ্ঘনের দায়ে দোষী সাব্যস্ত হইবেন।	
৯। প্রচেষ্টা ও প্ররোচনা— কোনো ব্যক্তি ৪ ধারার অধীনে প্রদত্ত কোনো আদেশ লঙ্ঘনের চেষ্টা করিলে বা লঙ্ঘনের জন্য প্ররোচনা দান করিলে তিনি উক্ত আদেশ লঙ্ঘন করিয়াছেন বলিয়া গণ্য হইবেন; এবং এই আইনের ৮ ধারার ৩ উপধারায় বর্ণিত দন্ডে দন্ডনীয় হইবেন।		১৫। প্রচেষ্টা ও প্ররোচনা— কোনো ব্যক্তি ৪-১১ ধারার অধীনে প্রদত্ত কোনো আদেশ লঙ্ঘনের চেষ্টা করিলে বা লঙ্ঘনের জন্য প্ররোচনা দান করিলে তিনি উক্ত আদেশ লঙ্ঘন করিয়াছেন বলিয়া গণ্য হইবেন এবং ১(এক) বৎসর পর্যন্ত মেয়াদের কারাদন্ড বা ৩ (তিন) লক্ষ টাকা পর্যন্ত অর্থদন্ডে বা উভয় দন্ডে দন্ডনীয় হইবেন।	ধারার নম্বর সংশোধন করা হয়েছে ও শাস্তি উল্লেখ করা হয়েছে।
১০। কোম্পানি বা সংস্থা দ্বারা কৃত অপরাধ— যদি ৪ ধারার অধীন প্রদত্ত কোনো আদেশ লঙ্ঘনকারী ব্যক্তি কোনো কোম্পানি বা অন্য কোনো আইন দ্বারা সৃষ্ট সংস্থা হয়, তবে তাহার প্রত্যেক পরিচালক, ব্যবস্থাপক, সচিব বা অন্য কোনো কর্মকর্তা বা এজেন্ট উক্তরূপ লঙ্ঘনের দায়ে দোষী সাব্যস্ত হইবেন, যদি না তিনি প্রমাণ করিতে সক্ষম হন যে, উক্তরূপ লঙ্ঘন তাহার জানার বাহিরে সংঘটিত হইয়াছে বা উক্তরূপ লঙ্ঘন প্রতিরোধের জন্য তিনি তাহার সামর্থ্য অনুযায়ী চেষ্টা করিয়াছেন।	ধারা ১০-এ 'যদি না চেষ্টা করিয়াছেন' বাক্যাংশ অপ্রয়োজনীয় বিবেচনায় বাদ দেয়া যেতে পারে।	১৬। কোম্পানি বা সংস্থা দ্বারা কৃত অপরাধ— যদি ৪-১১ ধারার অধীন প্রদত্ত কোনো আদেশ লঙ্ঘনকারী ব্যক্তি কোনো কোম্পানি বা অন্য কোনো আইন দ্বারা সৃষ্ট সংস্থা হয়, তবে তাহার প্রত্যেক পরিচালক, ব্যবস্থাপক, সচিব বা অন্য কোনো কর্মকর্তা বা এজেন্ট উক্তরূপ লঙ্ঘনের দায়ে দোষী সাব্যস্ত হইবেন।	ধারা ১০-এ 'যদি না চেষ্টা করিয়াছেন' বাক্যাংশ অপ্রয়োজনীয় বিবেচনায় বাদ দেওয়া হয়েছে।
১১। মিথ্যা বিবৃতি বা তথ্য প্রদান— (১) যদি কোনো ব্যক্তিকে ৪ ধারা অনুযায়ী কোনো বিবরণ বা তথ্য প্রদানের জন্য আদেশ দেওয়া হয় এবং তিনি এমন বিবরণ	মিথ্যা বিবৃতি বা তথ্য প্রদান সম্পর্কিত ধারা ১১ এর বিধান লঙ্ঘনে কারাদন্ডাদেশ বাদ দিয়ে অর্থদন্ডের পরিমাণ আরও বৃদ্ধি করা যায় কিনা তা	১৭। মিথ্যা বিবৃতি বা তথ্য প্রদান— (১) যদি কোনো ব্যক্তিকে ৮ ধারা অনুযায়ী কোনো বিবরণ বা তথ্য প্রদানের জন্য আদেশ দেওয়া হয় এবং তিনি এমন	মিথ্যা বিবৃতি বা তথ্য প্রদান সম্পর্কিত ধারা ১১ এর বিধান লঙ্ঘনে কারাদন্ডাদেশ বাদ দিয়ে অর্থদন্ডের পরিমাণ বৃদ্ধি করে ধারাটি সংশোধন করা হয়েছে।

মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের আন্তঃমন্ত্রণালয় সভায় প্রেরিত প্রস্তাবিত আইন	মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ এর আন্তঃমন্ত্রণালয় কমিটি হতে প্রাপ্ত মতামত	প্রাপ্ত মতামতের পরিপ্রেক্ষিতে সংশোধনী প্রস্তাব	মন্তব্য
বা তথ্য প্রদান করেন, যাহা সত্য নহে বা উক্ত তথ্য সত্য নহে বলিয়া বিশ্বাস করিবার যুক্তিসংগত কারণ থাকে, তবে তিনি ৩ (তিন) বৎসর পর্যন্ত মেয়াদের কারাদন্ডে বা ১ (এক) লক্ষ টাকা পর্যন্ত অর্থদন্ডে বা উভয় দন্ডে দন্ডনীয় হইবেন। (২) যদি কোনো ব্যক্তি কোনো অসত্য তথ্য বা বিবরণ কোনো বহি, হিসাব, রেকর্ড, ঘোষণাপত্র, রিটার্ন বা অন্য কোনো দলিলে উল্লেখ বা লিপিবদ্ধ করেন যেগুলি সংরক্ষণ বা প্রদানের জন্য ধারা ৪ অনুযায়ী কোনো আদেশ দেওয়া হইয়াছে, তবে তিনি ৩ (তিন) বৎসর পর্যন্ত মেয়াদের কারাদন্ড বা ১ (এক) লক্ষ টাকা পর্যন্ত অর্থদন্ডে বা উভয় দন্ডে দন্ডনীয় হইবেন।	পর্যালোচনা করা যেতে পারে।	বিবরণ বা তথ্য প্রদান করেন, যাহা সত্য নহে বা উক্ত তথ্য সত্য নহে বলিয়া বিশ্বাস করিবার যুক্তিসংগত কারণ থাকে, তবে তিনি ৫ (পাঁচ) লক্ষ টাকা পর্যন্ত অর্থদন্ডে দন্ডনীয় হইবেন। (২) যদি কোনো ব্যক্তি কোনো অসত্য তথ্য বা বিবরণ কোনো বহি, হিসাব, রেকর্ড, ঘোষণাপত্র, রিটার্ন বা অন্য কোনো দলিলে উল্লেখ বা লিপিবদ্ধ করেন যেগুলি সংরক্ষণ বা প্রদানের জন্য ধারা ১০ অনুযায়ী কোনো আদেশ দেওয়া হইয়াছে, তবে তিনি ৫ (পাঁচ) লক্ষ টাকা পর্যন্ত অর্থদন্ডে দন্ডনীয় হইবেন।	
১২। অপরাধ আমলে নেওয়া— দন্ডবিধি, ১৮৬০ (১৮৬০ খ্রিষ্টাব্দের ৪৫ নং আইন)-এর ২১ ধারা অনুসারে সরকারি কর্মচারী হিসাবে গণ্য কর্মকর্তা এবং এই আইনের ৬ ধারা অনুযায়ী ক্ষমতাপ্রাপ্ত সরকারি কোনো কর্তৃপক্ষ বা কর্মচারী কর্তৃক অপরাধের বিবরণ-সংবলিত লিখিত প্রতিবেদন ব্যতীত আদালত এই আইনের আওতায় শাস্তিযোগ্য কোনো অপরাধ আমলে গ্রহণ করিবেন না।		১৮। অপরাধ আমলে নেওয়া— দন্ডবিধি, ১৮৬০ (১৮৬০ খ্রিষ্টাব্দের ৪৫ নং আইন)-এর ২১ ধারা অনুসারে সরকারি কর্মচারী হিসাবে গণ্য এবং এই আইন অনুযায়ী ক্ষমতাপ্রাপ্ত ব্যক্তি কর্তৃক অপরাধের বিবরণ-সংবলিত লিখিত প্রতিবেদন ব্যতীত আদালত এই আইনের আওতায় শাস্তিযোগ্য কোনো অপরাধ আমলে নিবেন না।	'অপরাধ আমলে গ্রহণ করিবেন না'- এর পরিবর্তে 'আমলে নিবেন না' প্রতিস্থাপন
১৩। লঘু অপরাধ বিচার করার ক্ষমতা— 'ফৌজদারী কার্যবিধি, ১৮৯৮ (১৮৯৮ খ্রিষ্টাব্দের ৫ নং আইন)'-এর ২৬০ ধারা অনুসারে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোনো ম্যাজিস্ট্রেট বা ম্যাজিস্ট্রেটের বেঞ্চ এই আইনের অধীন শাস্তিযোগ্য কোনো অপরাধের বিচার, এই ব্যাপারে বাদীপক্ষ কর্তৃক আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে, 'ফৌজদারী কার্যবিধি'-এর ২৬২ ধারার বিধান অনুসারে সংক্ষিপ্ত পদ্ধতিতে করিতে পারিবেন।	ধারা ১৩ ও ধারা ১৪ এ সংক্ষিপ্ত পদ্ধতিতে বিচার ও মোবাইল কোর্ট এর মাধ্যমে বিচার এ দুটি পদ্ধতির মধ্যে কোনটি অধিকতর সুবিধাজনক তা আরও পর্যালোচনা করা যেতে পারে।	১৯। অপরাধের বিচার— (১) এই আইনের অধীন অপরাধসমূহ, আমলযোগ্য (Cognizable), জামিনযোগ্য (Bailable), এবং আপোষযোগ্য (Compoundable) হইবে। (২) এই আইনের অন্যান্য বিধানাবলি সাপেক্ষে, এই আইনের অধীন অপরাধসমূহ প্রথম শ্রেণির জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট বা মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট কর্তৃক বিচার্য হইবে। (৩) এই আইনের অন্যান্য বিধানাবলি সাপেক্ষে, এই আইনের অধীন অপরাধের বিচার ও আপিলের ক্ষেত্রে ফৌজদারী কার্যবিধির বিধানাবলি প্রযোজ্য হইবে।	অন্যান্য আইন পর্যালোচনা করে সামঞ্জস্যপূর্ণভাবে ধারা পুনঃলিখন করা হয়েছে।
১৪। জরিমানা সংক্রান্ত বিশেষ বিধান- 'ফৌজদারী কার্যবিধি ১৮৯৮ (১৮৯৮ খ্রিষ্টাব্দের ৫ নং আইন)'-এর ৩২ ধারায় যাহাই থাকুক না কেন, সরকার কর্তৃক বিশেষভাবে ক্ষমতাপ্রাপ্ত যে-কোনো এক্সিকিউটিভ বা জুডিসিয়াল		২০। মোবাইল কোর্ট আইন, ২০০৯ এর প্রয়োগ- আপাতত বলবৎ অন্য কোনো আইনে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, মোবাইল কোর্ট আইন, ২০০৯ (২০০৯ সনের ৫৯ নং আইন) এর উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, এই আইনের অধীন	

মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের আন্তঃমন্ত্রণালয় সভায় প্রেরিত প্রস্তাবিত আইন	মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ এর আন্তঃমন্ত্রণালয় কমিটি হতে প্রাপ্ত মতামত	প্রাপ্ত মতামতের পরিপ্রেক্ষিতে সংশোধনী প্রস্তাব	মন্তব্য
ম্যাজিস্ট্রেট কর্তৃক এই আইনের ধারা ৪-১১ এর অধীনে প্রণীত আদেশ লঙ্ঘনের জন্য দোষী ব্যক্তিকে, সংঘটিত অপরাধ বিবেচনায়, আইনের ৮, ৯ ও ১১ ধারায় বর্ণিত অর্থদণ্ড আরোপ করিতে পারিবেন।		সংঘটিত অপরাধসমূহ, উক্ত আইনের তপশিলভুক্ত হইবে এবং মোবাইল কোর্ট কর্তৃক বিচার্য হইবে।	
১৫। আদেশের বিষয়ে সুরক্ষা— (১) এই আইন অনুসারে বা অপিত ক্ষমতা অনুসারে প্রদত্ত কোনো আদেশের ব্যাপারে কোনো আদালতে প্রশ্ন উত্থাপন করা যাইবে না। (২) যখন এই আইন অনুসারে বা অপিত ক্ষমতাবলে কোনো কর্তৃপক্ষ কর্তৃক কোনো আদেশ প্রণীত ও স্বাক্ষরিত হয়, তখন ১৮৭২ খ্রিষ্টাব্দের সাক্ষ্য আইন (১৮৭২ খ্রিষ্টাব্দের ১ নং আইন)-এর অর্থানুসারে উক্ত আদেশ যথাযথ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রণীত হইয়াছে বলিয়া আদালত অনুমান করিবেন।	ধারা ১৫ এর বিধান বাদ দেয়া যেতে পারে।		বাদ দেয়া হলো।
১৬। কতিপয় ক্ষেত্রে প্রমাণ দাখিলের বাধ্যবাধকতা- যেখানে কোনো ব্যক্তিকে ৪ ধারার অধীনে প্রদত্ত কোনো আদেশ লঙ্ঘনের দায়ে অভিযুক্ত করা হয়, যাহা তাহাকে কোনো কিছু করিতে বা আইনগত কর্তৃত্ব ব্যতিরেকে বা পারমিট, লাইসেন্স বা অন্য কোনো ডকুমেন্ট ব্যতীত কোনো জিনিস দখলে রাখিতে বারিত করে, তবে তাহার উক্তরূপ কর্তৃত্ব, পারমিট, লাইসেন্স বা অন্য কোনো ডকুমেন্ট রহিয়াছে এই বিষয়টি প্রমাণের দায়িত্ব তাহার উপর বর্তাইবে।	ধারা ১৬ এর বিধান আরও পর্যালোচনা করে সহজবোধ্য করা যেতে পারে।		অপ্রয়োজনীয় বিবেচনায় বাদ দেয়া হলো।
১৭। এই আইনের অধীন গৃহীত ব্যবস্থার সুরক্ষা— (১) ৪ ধারার অধীনে প্রদত্ত আদেশ অনুসারে সম্পাদিত বলিয়া গণ্য বা সরল বিশ্বাসে সম্পাদিত কোনো সরকারি কর্মচারীর কোনো কিছু করিবার বিরুদ্ধে কোনো মামলা, অভিযোগ বা অন্য কোনো আইনগত কার্যক্রম গ্রহণ করা যাইবে না। (২) ৪ ধারার আদেশ অনুসারে সম্পাদিত বলিয়া গণ্য বা সরল বিশ্বাসে সম্পাদিত কোনো কার্যের কারণে ক্ষতির জন্য সরকার বা কোনো কর্মচারীর বিরুদ্ধে কোনো মামলা বা কোনো আইনগত কার্যক্রম গ্রহণ করা যাইবে না।		২১। এই আইনের অধীন গৃহীত ব্যবস্থার সুরক্ষা— (১) ৪-১১ ধারার অধীনে প্রদত্ত আদেশ অনুসারে সম্পাদিত বলিয়া গণ্য বা সরল বিশ্বাসে সম্পাদিত কোনো সরকারি কর্মচারীর কোনো কিছু করিবার বিরুদ্ধে কোনো মামলা, অভিযোগ বা অন্য কোনো আইনগত কার্যক্রম গ্রহণ করা যাইবে না। (২) ৪-১১ ধারার আদেশ অনুসারে সম্পাদিত বলিয়া গণ্য বা সরল বিশ্বাসে সম্পাদিত কোনো কার্যের কারণে ক্ষতির জন্য সরকার বা কোনো কর্মচারীর বিরুদ্ধে কোনো মামলা বা কোনো আইনগত কার্যক্রম গ্রহণ করা যাইবে না।	৪ ধারার উপধারাসমূহকে ভেঙ্গে ৪-১১ ধারা করা হয়েছে বিধায় সংশোধন করা হয়েছে।
১৮। আদেশ জারি ও বিধি প্রণয়ন—	ধারা ১৮ এর শিরোনাম থেকে 'আদেশ'	২২। বিধি প্রণয়ন—	মতামত অনুসারে সংশোধন করা হয়েছে।

মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের আন্তঃমন্ত্রণালয় সভায় প্রেরিত প্রস্তাবিত আইন	মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ এর আন্তঃমন্ত্রণালয় কমিটি হতে প্রাপ্ত মতামত	প্রাপ্ত মতামতের পরিপ্রেক্ষিতে সংশোধনী প্রস্তাব	মন্তব্য
সরকার, এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, আদেশ জারি ও বিধি প্রণয়ন করিতে পারিবে।	জারি' অভিব্যক্তি বাদ দেয়া যেতে পারে।	সরকার, এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, আদেশ জারি ও বিধি প্রণয়ন করিতে পারিবে।	
১৯। রহিতকরণ ও হেফাজত— (১) The Control of Essential Commodities Act, 1956, অতঃপর উক্ত আইন বলিয়া উল্লিখিত, এতদ্বারা রহিত করা হইল। (২) উপধারা (১)-এর অধীন রহিতকরণ সত্ত্বেও, উক্ত আইনের অধীন জারীকৃত আদেশ, প্রণীত বিধিমালা, নির্দেশ, প্রজ্ঞাপন বা গাইডলাইন বা কৃত, সূচিত বা গৃহীত কোনো ব্যবস্থা এই আইনের বিধানাবলির সহিত সামঞ্জস্যপূর্ণ হওয়া সাপেক্ষে, বলবৎ থাকিবে; এবং উহা এই আইনের অধীন প্রণীত, জারীকৃত, কৃত, সূচিত বা গৃহীত হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে।	ধারা ১৯ এর (২) উপধারার বিধানে 'নির্দেশ, গাইডলাইন' শব্দ দুটি বাদ দেয়া যেতে পারে।	২৩। রহিতকরণ ও হেফাজত— (১) The Control of Essential Commodities Act, 1956, অতঃপর উক্ত আইন বলিয়া উল্লিখিত, এতদ্বারা রহিত করা হইল। (২) উপধারা (১)-এর অধীন রহিতকরণ সত্ত্বেও, উক্ত আইনের অধীন জারীকৃত আদেশ, প্রণীত বিধিমালা, প্রজ্ঞাপন বা কৃত, সূচিত বা গৃহীত কোনো ব্যবস্থা এই আইনের বিধানাবলির সহিত সামঞ্জস্যপূর্ণ হওয়া সাপেক্ষে, বলবৎ থাকিবে; এবং উহা এই আইনের অধীন প্রণীত, জারীকৃত, কৃত, সূচিত বা গৃহীত হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে।	ধারা ১৯ এর (২) উপধারার বিধানে 'নির্দেশ, গাইডলাইন' শব্দ দুটি বাদ দেওয়া হয়েছে।
২০। ইংরেজিতে অনূদিত পাঠ প্রকাশ— (১) এই আইন কার্যকর হইবার পর সরকার, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, এই আইনের মূল বাংলা পাঠের ইংরেজিতে অনূদিত একটি নির্ভরযোগ্য পাঠ (Authentic English Text) প্রকাশ করিবে। (২) ইংরেজি পাঠ ও মূল বাংলা পাঠের মধ্যে বিরোধের ক্ষেত্রে বাংলা পাঠ প্রাধান্য পাইবে।		২৪। ইংরেজিতে অনূদিত পাঠ প্রকাশ— (১) এই আইন কার্যকর হইবার পর সরকার, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, এই আইনের মূল বাংলা পাঠের ইংরেজিতে অনূদিত একটি নির্ভরযোগ্য পাঠ (Authentic English Text) প্রকাশ করিবে। (২) ইংরেজি পাঠ ও মূল বাংলা পাঠের মধ্যে বিরোধের ক্ষেত্রে বাংলা পাঠ প্রাধান্য পাইবে।	
তপশিল ১: অত্যাৱশ্যকীয় পণ্য i. খাদ্যদ্রব্য যাহার মধ্যে ধান, চাউল, গম ও আটা, ভুট্টা, আলু, বীজ ও চারা, মসুর ডাল, ছোলা, ভোজ্য তেল ও তৈলবীজ, পিঁয়াজ, রসুন, শুকনা ও কাঁচা মরিচ, দারুচিনি, লবঙ্গ, এলাচ, ধনিয়া, জিরা, আদা, হলুদ, খাবার লবণ (বিট লবণ ব্যতীত), চিনি, গুড়, মাছ, মৎস্যজাত খাদ্য, মাংস, দুধ, ডিম অন্তর্ভুক্ত হইবে; ii. শিশু ও রোগীর খাবার এবং অনুরূপ দ্রব্যাদি; iii. ঔষধপত্র, সেইসঙ্গে যাহা ইনজেকশন-এর মাধ্যমে গ্রহণ করা হয়; iv. চিকিৎসা ও শৈল্য চিকিৎসার যন্ত্রপাতি এবং চিকিৎসা	তফশিল ১-এ অত্যাৱশ্যকীয় পণ্য তালিকা আরও যাচাই-বাছাই করা যেতে পারে। ১৯৫৬ সালের আইনে অত্যাৱশ্যকীয় পণ্য হিসেবে উল্লিখিত পণ্য বাদ দেয়া বা নতুন পণ্য অন্তর্ভুক্তির যৌক্তিকতা উল্লেখ করা যেতে পারে।	তপশিল ১: অত্যাৱশ্যকীয় পণ্য i. খাদ্যদ্রব্য যাহার মধ্যে ধান, চাউল, গম ও আটা, ভুট্টা, আলু, খাদ্যশস্যের বীজ ও চারা, মসুর ডাল, ছোলা, ভোজ্যতেল ও তৈলবীজ, পিঁয়াজ, রসুন, শুকনা ও কাঁচা মরিচ, দারুচিনি, লবঙ্গ, এলাচ, ধনিয়া, জিরা, আদা, তেজপাতা, হলুদ, খাবার লবণ (বিট লবণ ব্যতীত), চিনি, গুড়, মাছ, মৎস্যজাত খাদ্য, মাংস, দুধ, দুগ্ধজাত পণ্য, পোল্ট্রি ও ফিস ফিড, ডিম অন্তর্ভুক্ত হইবে; ii. শিশু ও রোগীর খাবার এবং অনুরূপ দ্রব্যাদি; iii. শিক্ষা উপকরণ	খাদ্যদ্রব্য হিসেবে অর্ন্তভুক্ত পণ্যসমূহের বছরের বিশেষ বিশেষ সময়ে সংকট দেখা দেয় এবং বাজারে অস্থিতিশীলতা বিরাজ করে। অস্থিতিশীলতার সময়ে এই সকল পণ্যের বাজার স্থিতিশীল ও মূল্য জনসাধারণের নাগালের মধ্যে রাখার স্বার্থে সরকার কর্তৃক ব্যবস্থা গ্রহণের প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। এই জন্য খাদ্যদ্রব্যের মধ্যে কোন কোন পণ্য অত্যাৱশ্যকীয় পণ্য হিসেবে অর্ন্তভুক্ত হবে তা স্পষ্টীকরণ করা হয়েছে। বাণিজ্য মন্ত্রণালয় কর্তৃক ১৯ জুলাই ২০১২ সালে জারীকৃত এস. আর. ও. নং ২৫৯- আইন/২০১২-The Control of Essential Commodities

মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের আন্তঃমন্ত্রণালয় সভায় প্রেরিত প্রস্তাবিত আইন	মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ এর আন্তঃমন্ত্রণালয় কমিটি হতে প্রাপ্ত মতামত	প্রাপ্ত মতামতের পরিপ্রেক্ষিতে সংশোধনী প্রস্তাব	মন্তব্য
সংশ্লিষ্ট অন্য যন্ত্রপাতি; v. কাগজ, নিউজপ্রিন্ট; vi. সার; vii. জ্বালানি তেল (পেট্রোল, ডিজেল, কেরোসিন, ফার্নেস অয়েল) viii. গ্যাস (পাইপলাইনে সরবরাহকৃত গ্যাস, এলএনজি, এলপিগিজ ও অন্য কোনো রূপান্তরিত পেট্রোলিয়াম) ও সংশ্লিষ্ট রাসায়নিক দ্রব্যাদি; ix. বিদ্যুৎ (সৌরবিদ্যুৎসহ) x. লোহা ও ইস্পাত; xi. সিমেন্ট; xii. সুপেয় পানি; এবং xiii. অন্যান্য পণ্য, যাহা সরকার কর্তৃক এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, সময়ে সময়ে সরকারি গেজেট প্রজ্ঞাপন দ্বারা, অত্যাৱশ্যকীয় পণ্য হিসেবে ঘোষিত।		iv. ঔষধপত্র, সেইসঙ্গে যাহা ইনজেকশন-এর মাধ্যমে গ্রহণ করা হয়; v. চিকিৎসা ও শৈল্য চিকিৎসার যন্ত্রপাতি এবং চিকিৎসা সংশ্লিষ্ট অন্য যন্ত্রপাতি; vi. কীটনাশক অথবা বালাইনাশক পণ্য; vii. কাগজ, নিউজপ্রিন্ট; viii. সার; ix. জ্বালানি তেল (পেট্রোল, ডিজেল, কেরোসিন, ফার্নেস অয়েল ও অকটেন) x. গ্যাস (পাইপলাইনে সরবরাহকৃত গ্যাস, এলএনজি, এলপিগিজ ও অন্য কোনো রূপান্তরিত পেট্রোলিয়াম) ও সংশ্লিষ্ট রাসায়নিক দ্রব্যাদি; xi. বিদ্যুৎ (সৌরবিদ্যুৎসহ); xii. লোহা ও ইস্পাত; xiii. সিমেন্ট; xiv. ডায়াপার ও স্যানিটারি ন্যাপকিন; এবং xv. অন্যান্য পণ্য, যাহা সরকার কর্তৃক এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, সময়ে সময়ে সরকারি গেজেট প্রজ্ঞাপন দ্বারা অত্যাৱশ্যকীয় পণ্য হিসেবে ঘোষিত।	<i>Act, 1956 (Act No. I of 1956) এর section 2 এর sub-section (a) এর clause (xxiv) তে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে সরকার, উক্ত আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, ০৯ (নয়)টি পণ্যকে অত্যাৱশ্যকীয় পণ্য (Essential Commodities) হিসাবে ঘোষণা করেছিল তা বর্ণিত নতুন আইনের খসড়ায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।</i> <i>বর্তমান সময়ের পরিপ্রেক্ষিতে চাহিদা, সরবরাহ, সংকট, অত্যাৱশ্যকীয়তা ইত্যাদি বিবেচনায় VI (লোহা ও ইস্পাত) ও VIII (চিকিৎসা ও শৈল্য চিকিৎসার যন্ত্রপাতি এবং চিকিৎসা সংশ্লিষ্ট অন্য যন্ত্রপাতি) অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।</i> <i>পূর্বের আইনের ধারা 2(a) এর II (তুলা ও পশমী বস্ত্র), IV (যন্ত্রচালিত যানবাহন, উহার খুচরা যন্ত্রাংশ, টায়ার ও টিউব), V (কয়লা), VII (অন্ন), X (তার ও ক্যাবলসহ বৈদ্যুতিক ও বেতার পণ্য ও যন্ত্রপাতি), XII (বৈজ্ঞানিক ও পরীক্ষাগার যন্ত্রপাতিসহ, কাঁচ ও কাঁচের জিনিসপত্র), XIII (কৃত্রিম রেশমী সুতা), XIV (সাইকেল ও উহার খুচরা যন্ত্রাংশ, এবং উহার জন্য একই জাতীয় টায়ার ও টিউব), XV (দিয়াশলাই), XVI (কাঠ), XVII (স্যানিটারি ও পানি সরবরাহের সরঞ্জামাদি), XX (সিগারেট), XXII (চর্বি), ও XXIII (টর্সের ব্যাটারি) ধারায় অন্তর্ভুক্ত অত্যাৱশ্যকীয় পণ্যসমূহ বাদ দেয়ার কারণসমূহ নিম্নরূপ:</i> <i>১. এ সকল পণ্যসমূহের কিছু কিছু সাধারণ জনগণের দৈনন্দিন জীবনের ভোগ্যপণ্য হিসেবে অত্যাৱশ্যকীয় নয়।</i> <i>২. কিছু কিছু পণ্যের উৎপাদন বাংলাদেশে যথেষ্ট পরিমাণে বিকশিত হওয়ায় বর্তমানে তেমন সংকট দেখা যায় না।</i> <i>৩. আমদানি উদারীকরণের ফলে এ সকল পণ্যের মধ্যে কিছু কিছু পণ্য সহজে আমদানি করে স্থানীয় চাহিদা মেটানো সম্ভব হয় বলে সংকট দেখা যায় না।</i> <i>৪. এছাড়া বর্তমান সময়ের পরিপ্রেক্ষিতে চাহিদা,</i>

মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের আন্তঃমন্ত্রণালয় সভায় প্রেরিত প্রস্তাবিত আইন	মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ এর আন্তঃমন্ত্রণালয় কমিটি হতে প্রাপ্ত মতামত	প্রাপ্ত মতামতের পরিপ্রেক্ষিতে সংশোধনী প্রস্তাব	মন্তব্য
			সরবরাহ, সংকট, অত্যাৱশ্যকীয়তা ও জনস্বাস্থ্য ইত্যাদি বিবেচনায় আনা হয়েছে। ৫. সুপেয় পানি ব্যক্তি, সরকারি-বেসরকারি উদ্যোগে স্থাপিত টিউবওয়েল এবং বিভিন্ন প্রাকৃতিক উৎস হতে পাওয়া যায়। বাংলাদেশের অল্প সংখ্যক মানুষ বিভিন্ন কোম্পানি কর্তৃক বোতলজাত পানি ক্রয় করে ব্যবহার করে। তাই এ পর্যায়ে সুপেয় পানিকে অত্যাৱশ্যকীয় পণ্য হিসেবে অর্ন্তভুক্ত করা সমীচীন হবে না বিধায় বাদ দেয়া হয়েছে। পরবর্তীতে অংশীজন সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী— অত্যাৱশ্যকীয় পণ্যের তালিকায় শিক্ষা উপকরণ, জ্বালানি তেলের সাথে অকটেন, কীটনাশক অথবা বালাইনাশক পণ্য, ‘বীজ ও চারা’-র স্থলে ‘খাদ্যশস্যের বীজ ও চারা’, খাদ্যদ্রব্যের মধ্যে দুগ্ধজাত পণ্য, পোল্ট্রি ও ফিস ফিড, ডায়াপার ও স্যানিটারি ন্যাপকিন অর্ন্তভুক্ত করা হয়েছে।